ভোরের কাগজ
তারিখ ... পৃষ্ঠা ৪ কলাম ২
NOV 06 2002

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সমীপে

# শূন্যপদে নির্বাচিত প্রধান শিক্ষকদের নিয়োগপত্র দিন

গত ৫ ফেব্রুয়ারি ২০০২ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক পদে লোক নিয়োগের জন্য বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছিল। গত ৭ জুন এই পদে নিয়োগের জন্য লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। পরীক্ষার ফলাফল বের হয় গত ৫ আগস্ট। গত ১৫ সেপ্টেম্বর মৌখিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। পরীক্ষার ফলাফল বের হয় গত ৫ আগস্ট। সর্বশেষে এই পদে নিয়োগের জন্য চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত প্রার্থীদের নিয়োগপত্র দেওয়ার জন্য গত ১৪ অক্টোবর দুতিন দিন পূর্বে ঢাকা প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর থেকে নির্দিষ্ট তালিকা সারা দেশের বিভিন্ন জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসে পাঠানো হয়। নাটোর জেলার জন্য নির্বাচিত প্রধান শিক্ষকদের নামের তালিকা নাটোর জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসে এসে পৌঁছে গত ১৪ অক্টোবর।

দেশের বিভিন্ন জেলায় এমন ঘটনাও ঘটেছে যে, তালিকা এসে পৌঁছানোর পর নিয়োগপত্রও ছাড়া হয়ে গেছে, পরে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর থেকে প্রাপ্ত টেলিফোন নির্দেশিকার ভিত্তিতে পোস্ট অফিসে গিয়ে ঐ সমস্ত নিয়োগপত্র ফেরত নিয়ে আসা হয়েছে। চূড়ান্ত তালিকা বিভিন্ন জেলায় পৌঁছানোর পর প্রায় অনেকেই জেনে গেছেন যে, কার কার চাকরি হয়েছে। আমরা অত্যন্ত বিস্মিত হয়েছি যে, যথাযথ প্রক্রিয়া অবলম্বন করে সবকিছু ঠিকমতো হওয়ার পর নিয়োগপত্র প্রদানের পূর্বমুহূর্তে কেন এই টেলিফোন নির্দেশনা? কি এর রহস্য? আমরা তো জানি যে, বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের পূর্বে অর্থ এবং সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের ক্লিয়ারেন্স লাগে। নিশ্চয়ই সেই ক্লিয়ারেন্স পাওয়ার পর বিজ্ঞপ্তিটি প্রকাশিত হয়েছে। তারপরে সবকিছু যথাযথ প্রক্রিয়ায় সম্পন্ন হওয়ার পর মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের অনুমোদন সাপেক্ষে নিয়োগপত্র প্রদানের জন্য চূড়ান্তভাবে নির্বাচিতদের তালিকা বিভিন্ন জেলায় জেলায় পাঠানো হয়েছে। সে কাগজে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের অনুমোদন এবং প্রধানমন্ত্রীর প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিষয়ক উপদেষ্টা অধ্যাপিকা জাহানারা বেগমের চূড়ান্ত স্বাক্ষর রয়েছে। এতোকিছুর পরেও কেন নিয়োগপত্র প্রদান সাময়িক স্থগিত করা হলো?

সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে এটা একটা নজিরবিহীন ঘটনা। ইতিপূর্বে বিভিন্ন জেলা অফিসে চূড়ান্ত তালিকা আসার পর নিয়োগপত্র প্রদানের জন্য এতো সময় কখনো অতিক্রান্ত হয়েছে বলে আমাদের জানা নেই।

গত ২০০১ সালের সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক নিয়োগের প্রক্রিয়া চূড়ান্ত পর্যায়ে এসে বাতিল করা হলো। সেই সময় সরকারের তরফ থেকে এর কারণ দেখানো হলো যে, এই নিয়োগ প্রক্রিয়ায় যথাযথ পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়নি। অর্থাৎ আওয়ামী লীগের আমলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং ঐ নিয়োগের প্রক্রিয়াটি ছিল দুর্নীতিতে নিমজ্জিত। আমরা যারা এই প্রধান শিক্ষকের চাকরি প্রত্যাশি, ঐ নিয়োগ প্রক্রিয়া বাতিলের খবর শুনে প্রচণ্ড কষ্ট পেয়েছিলাম কিন্তু মেনেও নিয়েছিলাম এই ভেবে যে, ঐ নিয়োগ প্রক্রিয়া বাতিলের পক্ষে যে কারণগুলো চিহ্নিত করা হয়েছে, সেগুলোর মধ্যে যথেষ্ট যুক্তি আছে। কিন্তু এবারের অর্থাৎ ২০০২ সালের নিয়োগ প্রক্রিয়া যথাযথভাবে সম্পন্ন হওয়ার পরও নিয়োগপত্র প্রদান সাময়িক স্থগিত কেন করা হয়েছে? আমরা শুনেছি যে, মোটামুটিভাবে ২টি কারণে নিয়োগপত্র প্রদান সাময়িক বন্ধ রাখা হয়েছে এবং এই দুই কারণের সমাধান না হওয়া পর্যন্ত নাকি নিয়োগপত্র ছাড়ার সম্ভাবনা নেই। কারণ দুটি হচ্ছে- ১. বিভিন্ন জেলার মন্ত্রী, এমপি এবং ক্ষমতাসীন দলের নেতা-নেত্রীদের পছন্দ অনুযায়ী প্রার্থী চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত হয়নি; ২. যেহেতু সামনে ঈদুল ফিতর, তাই ঈদ বোনাস যাতে না দিতে হয় সেই জন্য একটু দেরি করে নিয়োগপত্র প্রদান করা হবে। জানি না এই দুটিই নিশ্চিত কারণ কিনা।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, গত ২০০১ সালের প্রধান শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়া বাতিল হওয়ার পর আপনি বলেছিলেন যে, পরবর্তী নিয়োগগুলো হবে সম্পূর্ণ মেধা ও যোগ্যতার ভিত্তিতে এবং এই নিয়োগে কারো হস্তক্ষেপ সহ্য করা হবে না। কিন্তু আপনাকে আমরা অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে বলতে চাই, তাহলে এই ২০০২ সালের প্রধান শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়া যথাযথভাবে সম্পন্ন হওয়ার পরও নিয়োগপত্র দিতে কেন বিলম্ব করা হচ্ছে। উক্ত দুটি কারণে যদি নিয়োগপত্র প্রদান সাময়িক বন্ধ থাকে, তাহলে আপনার মুখের একটা কথাই যথেষ্ট যে, 'আগামী সাতদিনের মধ্যে নিয়োগপত্র ছাড়ার ব্যবস্থা করা হোক।' আপনার মুখের এই ছোট একটা কথা শুনতে আমরা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছি।

আপনি নিজেও জানেন যে, এই ২০০২ সালের প্রধান শিক্ষক নিয়োগে যারা চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত হয়েছে, তাদের এটাই শেষ ভরসা; এরপর তারা আর চাকরির জন্য দরখাস্ত করতে পারবে না। কারণ, তাদের চাকরির বয়স শেষ হয়ে গেছে। গত ২০০১ সালের প্রধান শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়া বাতিল হওয়ার পর অনেকেই চাকরির বয়স শেষ হয়ে গেছে যারা এখন হয় ধুঁকে ধুঁকে মরছে অথবা সন্ত্রাসের পথ বা নেশার পথ বেছে নিয়েছে। অনেক মেয়ের ঐ চাকরি না হওয়ার কারণে আজ পর্যন্ত বিয়ে হয়নি বা বাবা-মা এবং ভাই-বোনদের ভরণপোষণ করতে পারছে না।

অনতিবিলম্বে এই ২০০২ সালের সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক পদের জন্য চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত প্রদান শিক্ষকদের নিয়োগপত্র প্রদান করার ব্যাপারে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য আপনাকে বিশেষভাবে অনুরোধ জানাচ্ছি।

রোজীনা, সেলিনা, সীমা
নাটোর।